শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় জালিয়াতি

রাজবাড়ীতে কলেজ শিক্ষকসহ ৩ জনের স্বীকারোক্তি

আবুল বাশারের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী আজ

নিজস্ব প্রতিবেদক

৩০ মে ২০২২ ১২:০০ এএম | আপডেট: ২৯ মে ২০২২ ১১:৫৭ পিএম

8
Shares

advertisement

রাজবাড়ীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র জালিয়াতির কথা স্বীকার করে জবানবন্দি দিয়েছেন এক কলেজ শিক্ষকসহ গ্রেপ্তারকৃত তিন ব্যক্তি। শনিবার আদালতে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দেন তারা।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেনÑ মূলহোতা পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জ উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের প্রশিক্ষক মো. মাঈনুল ইসলাম হাওলাদার, রাজবাড়ী ডা. আবুল হোসেন কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মতিয়ার রহমান হিমেল ও একই কলেজের অফিস সহকরী মো. জাবেদ আলী।

রাজবাড়ী পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) ওসি প্রাণবন্ধু চন্দ্র বিশ্বাস বলেন, জেলা পুলিশ সুপারের দিকনির্দেশনায় গত ২০ মে প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা চলাকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাজবাড়ীর পৌরসভার দক্ষিণ ভবানীপুর মুরগির ফার্ম বোম পুলিশের গলিতে মিজানুর রহমানের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনে নিয়োজিত বিশেষ ধরনের দুটি ডিভাইস, বিভিন্ন কোম্পানির ১৫টি মোবাইল ফোন, প্রশ্নপত্রের ফটোকপি, প্রবেশপত্র, গাইড বই, অন্যান্য সরঞ্জামাদি জব্দসহ ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে একজন নারী পরীক্ষার্থীসহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ শিক্ষক রয়েছেন। মূলহোতা পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জ উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের প্রশিক্ষক মো. মাঈনুল ইসলাম হাওলাদারকে জিজ্ঞাসাবাদে ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন। তিনি তার সোনালী ব্যাংকে অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করেছেন।

ওসি আরও বলেন, গ্রেপ্তারকৃতদের পুলিশ রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ করলে আসামি মাঈনুল ইসলাম হাওলাদার পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করার কথা স্বীকার করেন। রাজবাড়ী পৌরসভার ডা. আবুল হোসেন কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ মতিয়ার রহমান হিমেলের কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকার বিনিময়ে প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করেছে বলে স্বীকার করেন। এ তথ্যের ভিত্তিতে সহকারী অধ্যাপক মতিয়ার রহমান হিমেলকে এবং হিমেলের দেওয়া তথ্যে একই কলেজের অফিস সহকরী মো. জাবেদ আলীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

8
Shares